সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাউল কাজেম আলী বিশ্বাস ও তাঁর গান

Vol. 26 | No. 2 | 1983

Check for updates

Volume	26
Issue	2
Year	1983
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন
Published online	April 1, 1983
DOI	10.62328/sp.v26i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v26i2.5
Pages	71-83
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাউল কাজেম আলী বিশ্বাস ও তাঁর গান

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

কাজেম আলী বিশ্বাসের জন্ম হয় যশোহরের অন্তর্গত আড়াপাড়া গ্রামে ১২৮০ বঙ্গাব্দে এবং মৃত্যু হয় ১৩৪১ বঙ্গাব্দে। তাঁহার পিতার নাম বদরউদ্দীন বিশ্বাস। তাঁহার গুরু ছিলেন একরাম শাহ। একরাম শাহ নিজে লেখাপড়া জানিতেন না। তিনি একজন সমর্থ সাধক ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কাজেম আলীকে দীক্ষা দান করেন। কাজেম আলী নিজে লেখপড়া জানিতেন। প্রথম জীবনে শিক্ষকতা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তিনি সুযোগ পাইলেই সাধু অর্থাৎ বাউলের সঙ্গে যোগদান করিতেন। এই প্রকার এক সাধু-সঙ্গে যোগদান কালে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহাকে একটি সংস্কৃত শ্লোকের অর্থভেদ লইয়া বিদ্রূপ করেন। কাজেম আলী ইহাতে মর্মাহত হইয়া সংস্কৃত শিক্ষার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। তিনি অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন এবং শালপ্রাংশু ছিলেন। তিনি নিজে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিত সুকদেব গোস্বামীর চতুষ্পাঠীতে ভর্তি হন এবং কালক্রমে সংস্কৃতে আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় পাশ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে লোকে তাঁহার ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরিয়া ফেলেন, ফলে তিনি নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং নিরন্তর সাধনায় লিপ্ত হন।

তাঁহার রচিত গানসমূহ সংগ্রহের আমার সুযোগে হয় নাই। সম্প্রতি বাউল মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। মহেন্দ্রনাথের বাড়ী গোয়ালখালী, ডাকঘর—সাঁদরা, জেলা-যশোহর এবং তাঁহার জন্মসন ১৩২২। তিনি আমাদের দেশের একজন খ্যাত-নামা বাউল। তিনি আমাকে কাজেম আলী বিশ্বাসের বিস্তৃত জীবন-কথা শুনান (বাউল মহেন্দ্র কাজেম আলী শাহের জীবনী বর্ণনা করেন এবং ইহা tape record করিয়া রাখি)। মহেন্দ্রের নিকট হইতে কাজেম আলীর ১১টি গান সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই। অন্য একজন বাউল হেদায়েৎ আলী তাঁহার নাম। তাঁহার নিকট হইতে কাজেম আলীর ১৪টি গান সংগ্রহ করি। হেদায়েত আলীর বাড়ী কুষ্টিয়া জেলার বাহাল-গাছী গ্রামে। ডাকঘর শরৎগঞ্জ। তিনি ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

খোন্দকার রফিউদ্দীন সিদ্দিকী প্রণীত 'ভাব সঙ্গীত' নামক বাউল গান সংগ্রহ-গ্রন্থে বাউল কাজেম আলীর দুইটি গান দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যত্র কাজেম আলীর বাউল গান দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

বাউল কাজেম আলী সংসার-ধর্ম ত্যাগ করিয়া সাধনায় লিপ্ত হন। তাঁহার মকবরায় প্রতি বৎসর ওরস হয় আড়াপাড়া গ্রামে।

আমি কোথাও বলিয়াছি বাউলেরা সহজ পথের পথিক। কিন্তু ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগ্চী মৎপ্রণীত 'হারামণি' (১ম খণ্ড) সমালোচনা কালে বলেন, বাউলেরা হঠযোগী,

তাঁহারা কৃচ্ছ্র সাধনা করে। লালন শাহের গানে এই হঠযোগী সাধনার কথা সুস্পষ্ট-ভাবে কোথাও বলেন নাই। হঠযোগের প্রধান কথা ষটচক্র। এই ষটচক্র ধারণা মধ্যযুগে ভারতীয়দের নিকট হইতে মুসলমানেরা গ্রহণ করেন। তাঁহারা বলেন 'ছয় লতিফা'। ছয় লতিফার সাধনা কঠিন শ্রমসাধ্য।

বাউল কাজেম আলীর গানগুলিতে ষটচক্র সাধনার কথা সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। তেমনভাবে লালন শাহও বলেন নাই। ষটচক্র সম্বন্ধে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। আর্থার এভালন (খাঁটি নাম সারজন উড্রফ) ইংরেজীতে অনুবাদ করেন এবং নাম করেন Serpent Power এবং গণেশ এণ্ড কোম্পানী মাদ্রাজ হইতে ইহা প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে ষটচক্রের ত্রিবর্ণ ছবি রহিয়াছে। এই ছবিগুলি দেখিলে বাউল কাজেম আলীর গানের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে ধরিতে পারা যাইবে। আমি হঠযোগ সাধন-প্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ জানিনা।

কাজেম আলী হঠযোগ প্রণালীতে সাধনায় সিদ্ধ ছিলেন বলিয়া ধারণা হয়। রেচক কুম্ভক প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় দক্ষ ছিলেন। তাঁহার অনেক গানে ষটচক্রের উল্লেখ আছে। আমি মাত্র একটি গানের উল্লেখ করিতেছি——

সেই পথে আছে বিষম ভয়
বিরলে বসিয়া মনে আমার চিন্তা অতিশয়।।
শুনি মূলাধারে ব্রহ্মদ্বারে, সর্পিণী সে সুপ্তাকারে
চক্রের সুধা সে পান করে, জীব হচেছ তাই ক্ষয়।।
স্বাধীষ্ঠানের উপরে স্থিতি, সে চক্রে তাহার বসতি
অগ্নিময় সে কি আকৃতি, কী বীজ তা হয়।।
কতদল সে কিবা বরণ, তথা চন্দ্র কি উদয় তপন
কোন ধ্যানে রসিক মগন, দীন কাজেম তাই সুধায়।।

এই লাইনটিতে ষটচক্রের কিছু কিছু বিবরণ রহিয়াছে। তাঁহার রচিত অন্যান্য স্থানেও জটিল ষটচক্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা রহিয়াছে। লালন শাহের গানে ষটচক্রের কিছু বর্ণনা আকার ইঙ্গিতে প্রকাশ রহিয়াছে। কিন্তু কাজেম আলীর মত খোলামেলা ভাবে ব্যবহার করেন নাই। লালন শাহের ভাষা অতি চমৎকার কিন্তু কাজেম আলীর ভাষা সংস্কৃত-বহুল ও কর্কশ।

সম্প্রতি আমি শ্রীক্ষেমেন্দ্রমোহন সেনের সৌজন্যে বাউল আম্বর আলির গান সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই। তিনি একজন সমর্থ বাউল ছিলেন। তাঁহার ভাষার উল্লাসেই তাহা প্রকট। তিনি কুমিল্লার অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার গ্রামের নাম রনদিয়া, আশ্রম ছিল ওড়াইল।

বাংলাদেশের আনাচে কানাচে এক সময় অসংখ্য লোকসঙ্গীত প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বহু বাউল গান হারাইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের নানা অঞ্চল ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানা বাউল ও মরমীকেন্দ্র দর্শন করিয়া ক্ষিতিমোহন সেন বহু বাউলগান সংগ্রহ করেন। ক্ষিতিমোহন সেনের মত এত উৎকৃষ্ট বাউল গান আর কেহ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনের অমূল্য সংগ্রহ হইতে বহু বাউল গান ব্যবহার করিয়াছেন। হাসন রাজার গানের দিকে তিনিই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

আমি কি সানুনয়ে আমাদের দেশের তরুণদের নিকট আবেদন করিতে পরি যে আমাদের অবহেলিত জনসাধারণের সাহিত্যবস্তু সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইবেন। দেশকে ভালবাসিতে হইলে ইহা নিশ্চয়ই দেশপ্রেমের অন্তর্ভুক্ত কর্ম-প্রেরণা। কুষ্টিয়া-যশোহর ও অন্যান্য জেলায় এখনও অজ্ঞাত ও অখ্যাত বহু বাউল কেন্দ্র ও বাউল গান রহিয়াছে। আমি নিজে কাজেম আলী বিশ্বাসের কোন খবর জানিতাম না। যদিচ বিগত ৬০ বৎসর ধরিয়া পল্লীগান সংগ্রহ করিয়াছি। এই প্রকারের বহু গান সন্ধান করিলে পল্লী অঞ্চল হইতে মিলিতে পারে। সিলেটে বাউলদের কিছু কিছু গান পুস্তিকাকারে ছাপা হইয়াছিল, সেগুলি এখন আর পাওয়া যায় না। সে যাহা হউক আমাদের জাতীয় জাগরণের স্ফূর্তি হিসাবে এই লোক সঙ্গীতের আস্বাদন অবশ্য কর্তব্য।

বাউল কাজেম আলীর গান

(১)

সেই বেদান্তের উপর কে জানে খবর কে বুঝাবে তোমায়
আমি তো অক্ষম, বুঝিতে এ ভ্রম, নাহি উপক্রম করি কি উপায়।
হও বাউল অনড়, বিশ্বাসে সুদৃঢ়, যা পড়াই তাই পড় সদাই
স্মরণ রেখ তাই নাভি অষ্টদল, কমলে হিল্লোলে প্রেমের হিল্লোলে
রসিক ভক্ত খেলে লয়ে তার আশ্রয় ।।
নিত্য বস্তুর আধার, বেদাচারে নাই
সহস্রদল পদ্মে সাধু শাস্ত্রে কয়
হংস যোগের আধার মূলচক্রে প্রচার, লীলার সঞ্চার,
অষ্টদল পথে ভাই ।।
ঊর্ধ্বেতে অলস প্রবৃত্ত বিষম, বোদ্ধে আশ্রয়
প্রেম সরোবরে রতি স্থির করে সিদ্ধ সহস্রারে যায়
দীন কাজেমের একবার ঠাঁই ।।

(২)

বিষম বেভুরা হইলে সে নেশায়
আস্তে আস্তে পেটটি-ভরে প্রেমমদিরা খাওয়া যায় ।।
নির্বতি মশল্লা লয়ে, তাতে ভক্তি গুড় দিয়ে
অনুরাগের শুড়ি তারাতারি প্রেমভণটি চুয়ায় ।।
তাতে হয়ে স্বতন্ত্র সুরামন্ত্র পিটিয়ে সাধন কর ভাই ।।
এ সপ্ত তালাখুলে, চাবি যোগে বসে—যে রবি
প্রেম নেশাতে আস্তে আস্তে কুম্ভক করিবি
যে তোর উত্তর সাধক গলে গলে ভাব রাখিবি ভাই ।।
ত্রিবেণীতে কুম্ভীরের ভয়, সেই যোগের সময়
বিবেক হলদি গায় মেখে যাও, যমে ছুঁবে না তোমায় ।।
চান্দ একরাম বলে, নদীর কূলে গেলে কাজেম যাবি আয় ।।

(৩)

সহজ রাগের ভজন করবি যদি ভাই,
সহজ হয়ে সহজ সহজ অনুগত চাই ।।

মদন রসে কাম নয়নে, মাদন দক্ষিণ কোণে
শোষণ স্তম্ভন উচাটন স্থিতি শৃঙ্গারে সাদায় ।।
হয়ে অনুরাগী ভক্ত ত্যাগী মহারাগ করে আশ্রয় ।।

প্রকৃতি পুরুষ কাম আর মদন তাহার পিতার পিতা সহজ হন,
দূরে নাই নিকটে সে জন স্বরূপে আরোপ চায় যে আছে কাছে
ব্রহ্মাণ্ড মাঝে চিত্রপটে দেখা যায় ।।

হৈলে কৈতবের বিন্দু, সুন্দর দেহে গড়ল সিন্ধু,
অকৈতবের বৃক্ষ যাহে গেলে তাহার ঠাঁই
সে যে নাড়িলে বৃক্ষের মূল ফল যে পড়ে না তাই ।।

(৪)

চন্দ্র বসে কপাল পানে চেয়ে দেখ আপন নয়নে
নিত্য করে চিত্ত সনে মেয়ের ভাব ভুলায়
দীন কাজেম ভাবে সহজ ভাবে যেন একরাম চান্দের চরণ পাই ।
তা শুনলে কি ঘুচিবে মনের খট্‌কা ।
যেন সোড়া ছেড়ে যেও নাক মটকা ।।
ছাড় কুতর্ক কুশাস্ত্র ছানা চট্‌কা ।।
যদি সুধাপানে বাঞ্ছা থাকে ধিয়ান রাখ মূলাধারে ।
কুলকুণ্ডলিনী জাগায় তারে মহাস্রারে করে রাখ আটকা ।।
আছে অষ্টপদ্ম স্বাধিষ্ঠানে, জীবাত্মা বিষম বন্ধনে
কর মুক্ত অজপা সাধনে
যাবে রবি উর্দ্ধে শশী ছাড়বে মটকা ।।
মূলাধারে স্বাধিষ্ঠান মণিপুর ; লক্ষ অনাহত আর আস্তা
এই ছয় পদ্মের ছয় শক্তি বার ঐক্য,
আছে ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রাহ্মাণ্ডের পর লটকা ।।
আছে চতুর্দ্দল, দশম দল, ষড় দল, আর দ্বিদল পরে
সহস্রদল পরম যোগের স্থল
এর সাধন পথে বিষম ঝড়ি ঝাট্‌কা ।।
সাড়ে তিন কোটী নাড়ীর গণন, স্থূল দেহে হয় নিরূপণ
শোনিত বাহাত্তর হাজার নিশ্চল
ধমনী চব্বিশটা জেলায় পটকা ।।
আছে সর্ব শ্রেষ্ঠ তিনটি তার ইড়া, পিঙ্গলা সুষম্না আর
দীন কাজেম বলে একরাম চান্দ—
ক্ষণেক আন্ধার ক্ষণেক দেখায় ছট্‌কা ।।

(৫)

যাহা শুধাইলাম বুঝাইলা তুমি
নাহি বেশীকমি বিচারেতে ভাই ।
বুঝাও ভাই এবার ছেড়ে বেদ আচার
মতান্তরে যাহা বাগের আশ্রয় ।।
যোগী ন্যাসী কর্মজ্ঞানী যত সাধক
ষট্‌চক্রে এরা হয় তো প্রবর্তক

রসিকেরগণ শ্রবণ পূজন কোন্ পদ্মের সাধন করে এরা তাই।
মূলচক্র কোন যোগের আধার
কোন চক্রে হয় লীলার সঞ্চার
প্রেম সরোবর কোন পদ্মে প্রচার
শুনি রসিকের বিহার শান্তির আলয় ॥
ষাষ্টি লাক্ষী নির্বাণ মুক্তি আদি
অনিমা লঘিমা আর যে সিদ্ধি
রসিকের গণে না হয় মগন
নি হেতু সাধন করেন যে তাই ॥
যে জন রসিক ভক্ত কর্তব্যেতে রত
কারণ ব্যতীত কার্য তার ভাই ॥
নাই স্বকামনা কি হেতু সাধনা
আছে স্বরূপে মগন দীন কাজেমের চান্দ একরাম সাঁই ॥

(৬)

অটল বিশ্বাস যে হয়
তার বিপদে কি আছে ভয় ॥
মূলাধারে কুণ্ডলিনী হলে যোগে চৈতন্য তিনি
ব্রহ্মদ্বার ছাড়িবে অমনি হবে তত্ত্বজ্ঞানোদয়।
ষড় দলে লিঙ্গ মূলে, তারে স্বাধিষ্ঠান পদ্মবলে
বরুণ চক্র খেলিছে সদায়
বং হতে লং বীজ তথায় ॥
তথায় নাকি থীর শক্তির মাঝে
আছে পিতাম্বর চারিভূজে
এরূপ ধ্যান করে যে সর্বকাজে
সে হয় সর্বজয়ে, দীন কাজেম করে না নির্ণয় ॥

(৭)

সেই সাধন পথে শুনি আছে বিষম ভয়।

(৭ক)

আত্মতত্ত্ব কি সামান্যে জানা যায়।
কাজের কাজী না হলে মন সে তত্ত্ব কিসে পায় ॥
মণিপুর দশম দলে, অগ্নি ত্রিকোণ মণ্ডলে
তার মাঝে বহ্নি বীজ খেলে, অগ্নি সূর্যের উদয় হয় ॥
বহ্নি বীজের কোলে সদায় মহাদল মহারুদ্র হয়
লাকিনী শক্তির আশ্রয় আছে নাগ দেবী তথায় ॥
উর্ধ্বযোগে সেই ভাল করে, আদ্বাখ্যা যে নিতে পারে
নীচে নামায় সুধা করে দীন কাজেম বলে, সেই মহাশয় ॥

(৮)

এ কি শুনি অসম্ভব, শুনে লাগে ভয় ॥

(৮ক)

অন্তর আনন্দ কে জানে।
যে জানে সে কেন বলবে স্বগুরু বিনে ।।
আদি কাম ক্রোধ, লোভ, মোহ মদ
ক্ষিতি অব তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চভূত বপু
গুহ্য লিঙ্গ হস্তপদ চক্ষু আদি মহাভূত
আর অহঙ্কার জ্ঞানে এই চব্বিশ তত্ত্বে দেশের প্রমাণ ।।
স্বচক্ষে দেখ বিদ্যমান বাহ্যতত্ত্ব এসব খানে ।।
অন্তর বাহির তত্ত্ব, যে জানে সেই প্রবর্ত।
পন্থ সেই যথার্থ একরাম চাঁদ বলে তাই নেনা জেনে ।।

(৯)

আত্মতত্ত্ব পরমার্থ কিবা চমৎকার ?
এদেহ ভাণ্ড করে খণ্ড কাওকে মোরে বুঝাবে আর ।।
শুনি মূলাধারে আর ব্রহ্মদ্বার তাহার মধ্যে তিনটি তার
বজ্রাখ্যাচিত্রাণি ব্রহ্মনাড়ী দীপ্তকার
এর কোন্ চক্রে উৎপত্তি হয়ে কোন্ চক্রে হলো বিস্তার ।।
অধর চক্র কোথায় স্থিতিবান, না জানি সন্ধান !
ইড়া পিঙ্গলা পর উজ্জ্বল সুষুম্নার ভিতর
এর কোন্ চক্রে সুধাক্ষরে কোন চক্রে কি আকার ।।
কোন শক্তি সুষুম্না ধরে রয় আসার বাঞ্ছা হয়
শুনি ভব বন্ধন হয় তার মোচন সে সাধন খিয়ান ।।
কাজেম ভাবে ছাড়বে ভবে হবে এমন সুযোগ আমার ।।

(৯ক)

কেনে শুধাইলে বলতে চাও না মোরে
সুপথের পথিকবিনে বলবো কারে ।।
শুনি চব্বিশ তত্ত্বের মধ্যে রেখেছে ছয় পদ্মপুরে
মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান মণিপুরে অনাহত বিশুদ্ধা তারপরে ।।
পরে আজ্ঞা চক্র ব্রহ্মরন্ধ্র তার ভিতরে নির্মলচন্দ্র
ক্ষরিতেছে সুধা অবিশ্রিত, জীবে বঞ্চিত কেন সেই সুধারে ।।
ষটচক্রের ভেদ না বলে, ফাঁকি দিয়ে যাবে চলে
সাধুকুলে কলঙ্ক হবে কেন সাধু রচে বলে যারে তারে ।।
যদি বহিরঙ্গ জান আমার, ইঙ্গিতে প্রকাশ কর ভাই
কোন চক্রে কার বিহার সদায়, দীন কাজেম বলে দোহাই যে তোমার।

(১০)

রসিক সুজন রসেতে মগন স্বরূপে সে জন আরোপ সারে ।
সহজ ভজন করয়ে সেইজন বাহ্য কর্মে মন ছোঁহ্ না তারে ।।
পঞ্চভূত ভাব সহ পঞ্চবান, পঞ্চবায়ু আছে আরও পঞ্চপ্রাণ।
দশমভক্তি দশা দিক ইন্দ্রিয় সব অষ্টাদশ পল ষড়রিপুর দ্বারে ।।

একুনে অমিত গণনা সপ্তাশি, তাহার উপরে তিনের বসতি
এ বীজ সে বীজ একই রূপ আকৃতি বিশুদ্ধ সে রতি সাধকের দ্বারে ।।
প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় দুয়ারে, মদ আর আসক কন্দর্প বিহারে
সাতাশি অক্ষরে ভজিবে তিমিরে, এ-বীজ সে-বীজ একত্রিত করে
তিনটি অক্ষরে প্রকৃতিকে ভজিবে পঞ্চম অক্ষরে জানকে ভজিবে
রতির আকৃতি আশকে রহে দীন কাজেম বলে কন্দর্প আশাকে ।।

(১১)

তত্ত্ব সুধাই বা কারে ।
চব্বিশ তত্ত্বে দেহের গঠন
এ তত্ত্ব তাহার উপরে ।।
চব্বিশ তত্ত্বের কিবা নির্ণয়
জান যদি বল আমায়
শুনিয়ে জুড়াক হৃদয়
যাক অশান্তি দূরে ।।

অন্তর বাহিরে তত্ত্ব
দৃশ্য কি হয় অদৃশ্য
সহজ পুরাণের অর্থ
সে কি তত্ত্ব সঞ্চারে ।।

যেমন জলের বিম্ব জলে মিশায়
জীবের জীবন তদ্রূপ প্রায়
যদি কৃপা করে একরাম সাঁই
দীন কাজেমেরে ।।

(১২)

সৎ ভাব থাকিতে বলরে কি মতে সহজ পথে করিবে গমন ।
শক্ত গুরু পাওয়ে ভেদ বাতায়ে কৈলাশে করয়ে আপন মিলন ।।

(১২ক)

যদি ভজিতে ভজিতে ভজিতে তারে পাবে
দেহ সিদ্ধি হ'বে ।।
সাতাশি উপরে স্থিতি আছে তো তিনের
নেকতন বহে কহায় সতী হলে, কে আমারে বুঝাবে ।।

এই তিন দুয়ারে কি বিষ হয় কি বীজ সাধলে সাধন হবে
এই তিন দুয়ারে থাকবে যে রস নিত্য বস্তর কেবা হয়ে
সে ত সামান্য রসে কি রস বিশেষ রসের কি জানে
সামান্য বিশেষ একই রতি সুনিয়ে সন্দেহমতি কি বিশেষ রতি
একরাম চান্দ কয় কাজেম কি তাই চিনিবে ।।

(১৩)

আর কেন ভ্রমিছ বাহিরে চল আপন অন্দরে।
বাহিরে যার তত্ত্ব করো অবিরত সে তো তোমার আজ্ঞাচক্রে বিহারে ॥
বামে ইড়া নাড়ী দক্ষিণে পিঙ্গলা, রজ, তম গুণে করিতেছে খেলা।
মধ্যে সত্ত্ব গুণ সুষুম্না বিমল, ধর ধর তারে সাধরে ॥
কুণ্ডলিনী শক্তি বায়ুরি আকারে অচৈতন্য হয়ে আছে মূলাধারে
গুরুদত্ত তত্ত্বসাধনেরি জোরে চেতন কর তাহারে ॥
মূলাধারে অবধি প চক্রভেদি, আজ্ঞাচক্রে এবার রহ নিরবধি
হেরিলে সেই নিধি যাবে ভব আশক্তি, কাজেম তরিবে এ ভব সংসার।

বাউল কাজেম আলীর গান
(১৯৮২)

(১৪)

ছাড়লে সরা, পড় কি ধরা

আল্লাহর অহি ঠিক রাখিয়ে ভাইরে˙˙
যেমন স্বরবর্ণের লয়ে আশ্রয় ব্যঞ্জন বর্ণ হয়
তেমনি শরা ধরে উঠতে হয় নয়তো পতন ॥
এখলাছ আয়নলে একিন, মোশাহিদায় হয়ে স্বাধীন
আত্মবিস্মৃতি এ তত্ত্বের চিন হকিকতের হয় এই লক্ষণ ॥
সাঁই এর নিকটবর্তী সহকৃত বন্ধুত্বভাব
একত্ব এই বিলায়েতের প্রধান তত্ত্ব মারফতের নিরূপণ।
শরিয়তের সিঁড়ি ধরে উঠতে হয় মারফতের
যেমন আলেফ চেনা শিখ্‌লে পর কোরান পড়া যায় কি কখন ॥
হালাল হারাম চিনে চল ইতরেয় কর
চান্দ একরাম বলে মিছে কাজেম সরায় সরোবর ॥

(১৫)

স্বভাব থাকিতে বলরে কি মতে সহজ পথে করবি গমন
শতগুরু পাওয়ে ভেদত বাতায়ে কয়লাতে করয়ে আপন মিলন ॥
একত্র করিয়ে বস্তুতে গৃহেতে ভজিবে তাহারে কানের সহিতে দক্ষিণ দেশে না যাবে
কদাচিৎ চাইবে প্রমাদ করিবে পতন ॥
নেত্রে কোন দিয়ে সদায় সযুক্ত ছাড়িয়ে নরকে যাইবে
আর তিন দিয়া বেদে মিশাইবে তবে ত হইবে সহজ সাধন ॥
পরকিয়াভাবে সামর্থ যে রতি ত্যজ করি হলে নরকে বসতি
হলোদিনী শক্তি˙˙˙বঞ্চিত তার প্রতি, বিকাশিত কমলে কলুশিয়া তার মন ॥
উভয়ের আরোপ উভয়ে সারিবে, উভয়ের মন উভয়ে মিলাবে
সাঁই একরাম চান্দর কবে কৃপা যে করিবে দীন কাজেমের, কাটিবে এ ভব বন্ধন ॥

(১৫ক)

বেলায়েত কি সহজে ভাই পাবে
যাতে নিজে ফানা রসুল ফানাইবে।

বাকা ফানা কে ছিল লতিফা
···শহীদ দরবেশ আউলিয়া
এই কয় তোনের কয় গুলি এরা
এর কোন আমলে কি ফল ভোগিবে ।
যেমন কয়লাকে অনলে দিলে
ভস্ম হয় স্বভাব ভুলে,
কর নফছ্ দহন বিবেক অনলে
যাবে স্বভাব পূর্ণ ইমান হ'বে ।
সাঁই অনুমান
শহুদি জানে সে জ্ঞান
হলে ফানা সাঁই বর্তমান
আগে নিজে ফানা রসুল ফানাইবে ।
জাত কুয়তে কুয়তী যে
রূপ সাগরে ডুবে মজে
তারা অন্যরূপ আর কি ভজে
চান্দ একরাম বলে কাজেম ওগো ভাবে ।

(১৬)

মূল ঠিক রেখো শরিয়তে ।।
যেমন জল ত্যজিয়ে পদ্ম ফোটে
মূলটি তার রয় মাটিতে ।।
দেখ দোয়া আউলিয়া ইনছাপে সাঁই
আলেম আউলিয়ার মতে
ছখি যার নাম, ছাখওবি কাম
ফরজ হয় ভাগ্যের পরে তো
দেখ মনছুর হাল্লাজ, তাহার কি কাজ
শহীদ হল কাজীর আজ্ঞাতে
দিলে সরা কোন হাঁড়ির তলে, বস্তু কি রয় অন্দরে
যার দেল হয় জালা, ছাক নাই মেলা
জলি জেকের তার পরেতে ।।

(১৬ক)

পরে হয় যার নফি, দেলের ফাঁকি
মগ্ন থাকে সেই খুঁজিতে ।
জাতে জাতে আপন চিনা
জগৎ ফানা কর জিনাতে
গেলে মুরশীদ ওছিলায়
জাতের ও ঠাঁই হিসাব সাক হয় হাশরেতে ।
যে দর বেহেস্ত গেস্তি জাতে
মস্তি গম ফানা ফেল্লাতে
তার নামাজ রোজা না হয় কাজ
রুহু তাজা হয় ভূখাতে

যখন কাতারে কাতারে
রোজ হাশরে বিচার হবে হাশরেতে
তখন যার যে আমল পাবে যে বলে
কাজেম সিল একরাম চান্দেতে ॥

(১৭)

এই ঠাঁই বিলায়েতের ভেদ বল ভাই
যা শুনলে মনের অন্ধকার যায় ॥
নাই যথা মোরাকেবা, মোশাহেদা
অনুমানে নাই ছেজদা
কোথায় সে বন্দেগীর কায়দা
খেলছে সদায় বাকা কানায়
কবে দিল করি দোষ
যাবে আফসোচ
হবো বেহুঁশ জাতের ঠাঁই
হবে রুহু কাস্তা
মাবুদ সাত্তা
হুহু শুস্তা কোন সময় ভাই ॥

(১৭ক)

খাব বেখুদ পিয়ালা
মাবুদ মওলা আসকে
আকর্ষিয়ে তাই ॥
শুনে সে
পূর্ণদরে
যে ভাবে সে আর ভাবে নাই
দীন কাজেম ভাবে——
আখেরে আছেন সদা
চান্দ একরাম ঠাঁই ॥
কখন পীর আর রসুল
রব মালেকুল
শেরেক ছেড়ে বেশেরেক হয় ॥

(১৮)

তদবিরে তকদীর জানা যায়
মিলবে বেলায়েত কি মুখের কথায় ॥
যার হয় বাতুনে তেনকায় ফুলে
চতুদ্দলে ঝলক পীরের পায় আঝক দেওয়ানা হয়ে ফানা
আয়না দলেতে হক সে জানায় ॥
আবামায়ী রুহু, শুনছে হুহু——
জেনমানীতায় ॥
তার দেল দরিয়া, পূর্ণকিয়া, জ্যোতির্ময় জাতে জাতের আভায় ॥

তার নাইক আগা, ভোগ পিয়সা
কাওছারেতে লক্ষ্য সদায়
দিবে মাবুদ মওলা বুদ পোয়লা
কাজেম ভোলা চান্দ একরাম সাঁই ॥

(১৯)

সেই সাধন পথে আছে বিষম ভয়।
বিরলে বসিয়া মনে আমার চিন্তা অতিশয় ॥
শুনি মূলাধারে ব্রহ্মদ্বারে সর্পিণী সে সুপ্ত কায়ে
চক্রের সুধা সে পান করে জীব হচেছ তাই ক্ষয়।
স্বাধীষ্ঠানের উপরে স্থিতি, সে চক্রে কাহার বসতি
অগ্নিময় সে কি আকৃতি, কী বীজ তা হয় ॥
কতদল সে কিবা বরণ। তথা চন্দ্র কি উদয় তপন
কোন ধ্যানে রসিক মগন, দীন কাজেম শুধায় ॥

(২০)

কি শুনি অসম্ভব, শুনে লাগে ভয়,
এমন দয়াল বন্ধু কেবা আছে মোর বুঝাইয়া দেয় ॥
মূলাধারে স্বাধিষ্ঠান সার, মণিপুর তার উপর
তথা ত্রিকোণ মণ্ডল অগ্নির স্থল, আর আছে ভাস্কর ॥
বল তাহার ঊর্ধ্বে দ্বাদশ দল পথে কোন শক্তির আছে আশ্রয় ॥
সে পদ্মের কিবা নাম কিবা আকৃতি
তথা কোন কুঞ্জে, তাহার সনে কে বিরাজে নিশ্চল প্রকৃতি
তথায় আদি মালায় শোভিত কে আছে শুনিতে চাই
কিবা তার সাধন কিবা তার করল না জানি কি বরণ
শুনি অষ্টদলে হৃদ কমলে আর এক পদ্ম কমল
তাই কাজেম ভাবে, জানবো কবে কে কবে আমার ভাই।

(২১)

নবীর আইন জেনে ....
জেনে জাহিলি ভোগাতে ....
নবীর করল সোজা পথ জান শরিয়ত ভেদ অলিআল্লা
এক এক সিঁড়ি দুই দুই বেড়ি তাই হয় যেন ॥

(২১ক)

কর জগৎ স্বচক্ষে দর্শন, অটল বিশ্বাসের কারণ
ওরে রূঢ়মন ক্রমে দৃশ্য কানা অদৃশ্য মানা মোশাহিদার লক্ষণ
সরা অদৃশ্য ভজন বিলায়েত রূপ নিরুপণ হয় গণনা
তবে কারা সরপোষ হয় কি সে উপঘরে লক্ষণ ॥
সরা করলে স্থানান্তর রয় বস্তর কি অন্দের ওরে মন
সরা তুলবি চাকরি বস্তু দেখিযুব করি গোপন ॥

পড়ে আয়নাল হক ধরা ত্যাজিয়ে সরা যায় জীবন
দিয়ে সরা চাঁপা মারফত ঝাঁপা রয় সে কারণ ॥
করলে ফলের আশায় আগে গাছ যতন করা চাই
সর্বক্ষণ ছাড়লে গাছের গোড়া হয় কি পারা ডালের ফল কখন
হয়ে নেস্ত গমদানা ·· ·· ·· সেই জন
তাই কাজেম বলে ··· ··· ··· ॥

(২২)

আমার হয় না তো বিশুদ্ধ সাধন
বিষম ভ্রমে পড়েছি মন ।
বরুণ চক্র কোন কমলে
কোন বীজ তার কোন কোন দলে
যে আছে তাহার কোলে তার বরণ কেমন
সেই যে পদ্মের কিংবা বরণ
যোগী যোগ করিতে সাধন
আছে কোন পদ্ম কোথায় স্থাপন
করলেন পদ্মে আসন ॥
ষটচক্র যোগের বিধান
জানতে তাহার সন্ধান
নাই কাজেমের তত্ত্বজ্ঞান
একরাম চান্দের চরণ ॥

(২৩)

এলাম এই সাধুর বাজারে
শুনবো কথা সাধুর কাছে
আমার বাসনা আছে অন্তরে ॥
সেই ডিম্বের মধ্যে কে কে ছিল
বল কে কোন্ রঙ ধরে ॥

বল কোন কারে মা ধরে শুমার
কোন কারে মা করে প্রচার
কি শুদ্ধ ছাড়ে উচ্চঃস্বরে
কে তা করে শ্রবণ সেই বা কোন জন
কি আকার ধরে ॥
এই যে নবলাক্ষ বৎসরের পথ
কে শব্দ করে; করে যাতায়াত
সে মানুষ ছিল কোন কারে ॥
কি বুঝলেন তিনি, ছাড়লে বাণী কি মনে করে ॥
আমার একটি কথায় হচেছ সন্দেহ,
মার সাথে তার কি সম্বন্ধ
দ্বন্দ্ব কি দুই জন করে ॥
সে মানুষ ছিল কোথা;
কাজেম রচে যায় খাতা বুঝলে কি করে ॥

(২৪)

রোজা নামাজ হজ্জ কি জাকাত কোন
জেকের ফেরের নাই কেমনে ভাই
দাখেল নবীর উম্মতে ॥
শাহিগল শাহিদান
কিংবা আলেম আউলিয়া
এর কোন কাজী, কি সে বুঝি
সাঁই মোর রাজি ॥
যখন ছাকাতে ছাপান ;
জাকরাতে জাকরান
কি হবে হাশরেতে
তখন কোন দরজায় পৌঁছিব বলে
বলে যাও তাই ইশরাতে ॥
হলি ফকি[র] জেকের নফি
জায়েজ করলেন কার পরেতে
হুজুরী কলবে, যাহার খুলবে
সে ভুলবে কোন ভাবেতে ॥
করছ আনাগোনা, বাকা ফানা

(২৫)

কানা সে কোন জাগাতে
কোন খানে হলে কানা
রব্বানা যানা করবেন হিসাব নিতে ॥
চান্দ একরাম বলে ভাল ছেলে
কাজেম আমার এই সভাতে ॥
তুমি কাজের বেলায় হওরে ভুলা
বাঁধাও বোলা ॥

তথ্য নির্দেশ

১ Serpent Power by Arther Avalon (Gonesh & Co. Madras)।

২ ষটচক্র সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পাওয়া যাইবে হারামণি দ্বিতীয় খণ্ডে। এই গ্রন্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করেন ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে।

৩ ষটচক্রের ত্রিবর্ণ ছবি হারামণি সপ্তম খণ্ডে (প্রথম সংস্করণে) পাওয়া যাইবে। বাংলা একাডেমী এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন।